তারিখ ...২১।৬।৮৩...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ২...

দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্নমুখী সমস্যা

ময়মনসিংহ, জামালপুর, ঢাকা, রংপুর, সিলেট এবং পাবনা জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা বিরাজ করায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

বাজিতপুর (ময়মনসিংহ) হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, কটিয়াদী ২নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র ৭ জন, ছাত্র সংখ্যানুপাতে ১০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। বিদ্যালয় গৃহটি খুবই ছোট এবং নড়বড়ে। বৃষ্টি হইলেই ঘরে পানি জমিয়া যায়। বিদ্যালয়ে পায়খানা প্রস্রাবখানা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। কটিয়াদী থানার আরও কতিপয় প্রাথমিক স্কুলে অনুরূপ নানা সমস্যা বিরাজ করিতেছে।

জামালপুর হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানান, বৎসরের কয়েক মাস চলিয়া গেলেও জামালপুর সদর মহকুমার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যের পোশাক পায় নাই। অপরদিকে মেলান্দহ ও ইসলামপুর থানার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার ও মেরামতের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সমস্যা দেখা দিয়াছে।

রূপগঞ্জস্থ (ঢাকা) ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান, রূপগঞ্জ থানার মঙ্গলখালী গ্রামে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আজও সরকারী মঞ্জুরী পায় নাই। বিদ্যালয়টিতে প্রায় আড়াই শত ছাত্র-ছাত্রী আছে। ৪ জন শিক্ষক বিনা বেতনেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন।

লালমনিরহাট (রংপুর) হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, ফুলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন ফুলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হয়। গত ২৮শে এপ্রিলের ঝড়ে স্কুল গৃহের একটি চালা ও বারান্দা বিধ্বস্ত হওয়ার পর উহা মেরামত না হওয়ায় এই সমস্যা দেখা দেয়।

কালিয়াকৈর (ঢাকা) হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, কালিয়াকৈর থানার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় চেয়ার বেঞ্চ নাই। বেঞ্চের অভাবে অনেক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মেঝেতে বসিয়া ক্লাশ করিতে হয়। ভৃঙ্গরাজ, গোয়ালবাথান,

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

জাঠালিয়া, বাশাকৈর প্রভৃতি স্কুলে ছাত্রদের ছালা বিছাইয়া পড়াশুনা করিতে দেখা যায়।

সুনামগঞ্জ (সিলেট) ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান, উন্নীত দিরাই থানার ধল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিনের চালা ঝড়ে উড়াইয়া নেওয়ার বেশ কিছু দিন পরেও মেরামত না করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় খুবই অসুবিধা হইয়া থাকে। ইহাছাড়া স্কুলে বেঞ্চের অভাবেও ছাত্র ছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাইতে হয়।

গোপালদী বাজার (ঢাকা) হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, কিছুদিন পূর্বে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গোপালদী বালিকা বিদ্যালয়, পুরিন্দা কে এম ছাদেকুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় এবং রসুলপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা আজও মেরামত করা হয় নাই।

সিরাজগঞ্জ (পাবনা) ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান, গ্রাম্য দলাদলির ফলে কাজীপুর থানার পাইকরতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। দীর্ঘদিন যাবৎ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহিত গ্রামের অপর একটি দলের বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। এই বিরোধের পরিণতিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। স্থানীয় জনগনের পক্ষ হইতে স্কুলটিকে ধংসের হাত হইতে রক্ষাকল্পে প্রধান শিক্ষককে অন্যত্র বদলী করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানানো হয়। সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, গত ২৪শে মে তিনি ঘটনা তদন্ত করেন। তবে এই মুহূর্তে বদলীর নির্দেশ স্থগিত থাকায় প্রধান শিক্ষককে অন্যত্র বদলী করা সম্ভব হইতেছে না।